FEB. 07 2002

যুগান্তর

পৃঃ ৩ কলাম ৪

চট্টগ্রামে পাঠ্যপুস্তকের নামে 'অপাঠ্য' বইয়ের রমরমা বাণিজ্য

মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন স্কুলে তালিকাভুক্তি

শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে এখন পাঠ্যবইয়ের জমজমাট ব্যবসা চলছে। পাঠ্যবইয়ের তালিকায় নিম্নমানের ভুলে ভরা 'অপাঠ্য' বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে একশ্রেণীর স্কুলশিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রকাশক এবং লেখকদের কাছ থেকে নিচ্ছে আর্থিক সুযোগ সুবিধা। ব্যবসা চাঙ্গা রাখার জন্য বিভিন্ন স্কুল একেক বছর একেক লেখক বা প্রকাশনা সংস্থার বই পাঠ্য করে 'ডোনেশন' ও 'বখশিস' হিসাবে এই টাকা আদায় করছে। অপরদিকে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থাও বোর্ডের নকল পাঠ্যবই ছাপিয়ে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। সম্প্রতি প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপিয়ে বাজারজাত করার সময় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ নগরীর আন্দরকিল্লা থেকে দেড় হাজার নকল বইসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করে। সরকার নিয়ন্ত্রিত বই বাজারে আসার এক মাস আগে এসব নকল পাঠ্যবই আটক করা হয়। এদিকে টাকার বিনিময়ে অজ্ঞাত-অখ্যাত লেখক ও প্রকাশনা সংস্থার নিম্নমানের 'অপাঠ্য' বই পাঠ্যভুক্ত করার ফলে ছাত্ররা দিন দিন মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে। বছরের পর বছর স্কুল শিক্ষক ও প্রকাশকদের পাঠ্যবই বাণিজ্য চললেও তা রোধে সরকার বা প্রশাসন- কেউ এগিয়ে আসছে না। চট্টগ্রামের বেশ ক'জন স্কুল শিক্ষক 'পাঠ্যবই বাণিজ্যে'র কথা স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা, স্কুলশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর সঙ্গে আলাপ করে পাওয়া গেছে পাঠ্যবই বাণিজ্যের নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। সূত্রগুলো জানায়, মাধ্যমিক স্তরে টেক্সট বুক বোর্ডের বাইরে বাংলা ও ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র, বাংলা ও ইংরেজি সংকলন (গল্প)- এ চারটি বিষয় নিয়েই বিশেষত 'পাঠ্যবই বাণিজ্য' চলে। এসব বই পাঠ্য করার ব্যাপারে বোর্ডের ধরাবাঁধা কোন নিয়ম না থাকায় বিভিন্ন স্কুল ইচ্ছামতো বিভিন্ন লেখক ও প্রকাশনা সংস্থার বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুলপ্রধান এবং স্কুলের 'পাঠ্যপুস্তক' সিলেকশন কমিটি বইয়ের মান যাচাইয়ের চেয়েও অর্থের দিকে বেশি সচেতন থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। সূত্র মতে, একটি বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার জন্য স্কুলগুলো প্রকাশকদের কাছ থেকে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা করে পায়। চট্টগ্রামে ৫৫৬টি স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে প্রতি ক্লাসে ৪টি করে ৫ ক্লাসে ২০টি বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার জন্য দেয়া হয় ১ থেকে ২ লাখ টাকা। সে হিসাবে ৫৫৬টি স্কুল পাঠ্যবই বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রতিবছর আয় করে দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা। অনুরূপভাবে চট্টগ্রামের দুই শতাধিক মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসাও প্রকাশকদের কাছ থেকে পাঠ্যবই বাণিজ্য করে লাখ লাখ টাকা আয় করছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতেও একই অবস্থা। সূত্র জানায়, বছরের শুরুতেই রাজধানীর পাশাপাশি চট্টগ্রামে বই প্রকাশের হিড়িক পড়ে। একই সঙ্গে লেখক ও প্রকাশনা সংস্থা স্কুলগুলোর দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধর্না দেয় নিজেদের বই পাঠ্য ক

পাঠ্যপুস্তক : চট্টগ্রাম

(৩য় পৃষ্ঠার পর) জন্য। নগরীর সর্ববৃহৎ বইয়ের বাজার আন্দরকিল্লা ঘুরে দেখা গেছে, বোর্ড বহির্ভূত বইয়ের স্তূপ। ইংরেজি গ্রামারের মধ্যে- এ এলিগ্যান্ট, এ ডেলিগ্যান্ট, টিউটর, প্রিপারেটরি, এ প্লাস বেস্ট, এ প্লাস কমিউনিকেটিভ। বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে পার্থিব বাংলা ব্যাকরণ, সৌরভ বাংলা ব্যাকরণ, সহজ পদ্ধতি বাংলা ব্যাকরণ ইত্যাদি নামে বই বেরিয়েছে। লাইব্রেরি মালিকরা জানান, বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন নামে একই বিষয়ের অসংখ্য বই প্রকাশ করেছে- যা তাদের পক্ষে মনে রাখাও কষ্টকর। এ ছাড়া একেক স্কুল একেক সংস্থা ও লেখকের বই পাঠ্য করার ফলে অনেক সময় এসব বই বাজার থেকে খুঁজে বের করাও মুশকিল হয়ে পড়ে বলে তারা জানান।

২০০২ সালের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর নগরীর নাসিরাবাদ স্কুল, সরকারি খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি মুসলিম হাই স্কুল, আগ্রাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রেলওয়ে কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুল পাঠ্যবই বদল করেছে বলে জানা গেছে।

আগ্রাবাদ সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এসপি খাস্তগীর তাদের স্কুলে কয়েকটি ক্লাসে বাংলা ও ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্ত করার কথা স্বীকার করে বলেছেন, 'স্কুলের সিলেকশন কমিটি মান যাচাই করে নতুন বই পাঠ্য করেছে।' এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার কাছ থেকে ৫/১০ হাজার টাকা ডোনেশন পাওয়ার কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করে বলেন, ওই টাকা শিক্ষক কল্যাণ তহবিলে চলে যায়। পাঠ্যবই করার জন্য ডোনেশন প্রদান রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অপরদিকে সরকারি মুসলিম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম চট্টগ্রামে পাঠ্যবই বাণিজ্যের কথা স্বীকার করলেও, তাদেরকে কেউ এ ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারেনি বলে দাবি করেন।

অপর একটি সূত্র অভিযোগ করেছে, পাঠ্যবইয়ের সবচেয়ে বড় ব্যবসাটি করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। কর্পোরেশনের ৪২টি স্কুলে একযোগে একই বই পাঠ্য করার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা থেকে তারা মোটা অংকের টাকা পায় বলে সূত্র জানায়। তবে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষক কর্মকর্তা মতিউর রহমান এ অভিযোগ সত্য নয় বলে যুগান্তর'কে জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, পাঠ্যবইয়ের ব্যবসা করে স্কুলশিক্ষক, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলো লাভবান হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্ররা। স্কুলের বাধ্যবাধকতার কারণে নির্ধারিত বইগুলো তাদের কিনতে হয় চড়ামূল্যে। ওই বইগুলো অপাঠ্য ও নিম্নমানের হলেও তাদের করার কিছুই থাকে না।